যুগান্তর

NOV. 20 2004

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম ...

কুলসুমের স্কুল

কি অদ্ভুত এই দেশ! সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী কুলসুম প্রাণের তাগিদে
শিশুদের বর্ণ-পরিচয় করাইয়া তাহাদের শিক্ষিত করিতে খুলি
বেড়া নাই, ছাদ নাই, বেঞ্চ নাই, চক-ডাস্টার-ব্লাকবোর্ড নাই- মা
পাতিয়া বসিয়া শিশুরা বর্ণশিক্ষা করিয়া থাকে। এই স্কুলটি কুমিল্লা জেলা
উপজেলার পূর্ব আলিয়াবাদ গ্রামের কুলসুমের। পরিচয় কেবল ওইটুকুই.
শ্রণীর ছাত্রী। সকাল ৯টা পর্যন্ত শিশুদের পড়াইয়া সে নিজে পড়িতে স্কু
ায়। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীর এমন কিইবা বয়স। সে কোথা হইতে এই উৎ
্কুল গড়িয়া গরিব শিশুদের পড়াইবার সাহসইবা পাইল কোথা হইতে?
ামাদের বিস্মিত করিয়াছে। কারণ আমাদের দেশে অধিকাংশ শিক্ষিত-
ধ্যে এই ধরনের উৎসাহ নাই বলিলেই চলে। যাহাদের মধ্যে গরিব শিশু
রিবার উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল, সমাজ হইতে নিরক্ষরতা দূর করিবার আক
াহারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া কিংবা এনজিওতে চাকুরি লইয়া সেই '
ালে' মিটাইতেছে। তাহাতে গরিব শিশুদের কিয়দংশের শিক্ষা স্বা
পৌঁছাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা শিক্ষা-অগ্রগামিতার কতটা স্বাক্ষর বহন করিতে
ইয়া প্রশ্ন রহিয়া গিয়াছে। ৬২ শতাংশ সাক্ষরের কথিত হার যদি সত্য হ
ধ্যে কুলসুমের শিক্ষার্থীরা নাই। বঞ্চিত দরিদ্র বাবা-মা'র শিশুদের শিক্ষার
রকারের উৎসাহের কমতি নাই সত্য, কিন্তু তাহা বাস্তবায়ন করিবার প্রয়া
র। দেশের কত শতাংশ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই, তাহা খোদ শিক্ষা
লিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। যেই সকল গ্রামে স্কুল নাই সেই সকল
পন অত্যন্ত জরুরি, কারণ ২০০৬ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' নাকি
র্যক্রম সম্পন্ন করিতে চাহিলে শিক্ষা বঞ্চনার ইতি ঘটাইতে হইবে। কিন্তু তা
রিয়া পারিবে এই সরকার? গাইবান্ধা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা অনিয়মে
ইখানে ৭০ শিক্ষকের নিয়োগই স্থগিত রাখা হইয়াছে। এই অনিয়ম দূর ক
ক্ষক নিয়োগ দ্রুততর করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যা
ল পদ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে সেই সকল পদ দ্রুত পূরণ করা হউক। গাই
ার ৮৯৫টি শিক্ষকের পদ শূন্য পড়িয়া রহিল। বিশেষ করিয়া সরকারি
্যালয়গুলিতে শিক্ষক সংকট প্রকট। আর শিক্ষক সংকট থাকিলে শিশু শি
শিখিবে? দেশে কি অক্ষরজ্ঞান দিবার মতো শিক্ষিত লোকের অভাব র
শ লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যেইখানে চাকুরি পাইতেছে না, তাহাদের তো
্যালয়ে চাকুরি দেওয়া যায় এবং তাহারা অবশ্যই ২০০৬ সালের মধ্যে স
রতা শিখাইতে পারিবে। তবে শর্ত একটাই, তাহা হইল সকল বঞ্চিত গ্রামে
কারহারা গরিব মানুষের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
া কেন্দ্র, স্যাটেলাইট ও কমিউনিটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। না
ুমের মধ্যে যে শিক্ষার অগ্নিময় আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত হইয়াছে, উহার তাপ
য়া যাইবে। আমরা মাথানত করিয়া নিজেদের সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতা
ইয়া অন্যদের শিক্ষা ও উৎসাহ লইতে বলি সপ্তম শ্রেণীর শিশুকন্যা কু
হইতে। সেই আমাদের দৃষ্টির কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।